১০-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যখন আন্তরিক ভালোবাসার সাথে বাবাকে 'মিষ্টি বাবা' বলে ডাকো, সেই সময় তোমার মুখ থেকে অমৃতের ন্যায় রস নিঃসৃত হয়। কিন্তু, ঈশ্বর বা প্রভূ বলে ডাকলে সেই রস নিঃসৃত হয় না।"

প্রশ্ন :- কোন ধরনের এমন বিশেষ কাজ - যা কোনো মানুষের দ্বারা আদৌ সম্ভবপর নয়, তা কেবল একমাএ সর্বশক্তিমান বাবার দ্বারাই সম্ভব ?

উত্তর :- পতিত আত্মাদের পবিত্র-পাবন বানানো, সমগ্র বিশ্ব জগৎকে নতুন রূপে পরিবর্তিত করা- এই কর্ম-কর্তব্য যা একমাত্র সর্বশক্তিমান বাবাই করে থাকেন। তিনিই সকল আত্মাদেরকে পবিত্র-পাবন হওয়ার শক্তি প্রদান করেন। যেহেতু, এই কাজ কোনো মানুষের দ্বারাই করা সম্ভব নয়। জগতের মানুষেরা তো ভেবে থাকে যে, ভগবান চাইলে তিনি সব কিছুই করতে পারেন। এমন কি আমাদের অসুখ-বিসুখও তিনি সারিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বাবা বলেন - আমি এই ধরনের আশীর্ব্বাদ করি না। আমি তো কেবল পবিত্র-পাবন হওয়ার জন্য যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত দিশার কথাই বলে থাকি।"

* গীত :-জাগ্ সজনীয়াঁ জাগ্ ঃ.... . .
(ওহে প্রমিকা আত্মারা, এবার তো তোমরা সজাগ হও, নতুন ভোরের আলো ফুটলো বলে ....)

ওম্ শান্তি ! বেহদের বাবা এসে বাচ্চাদের বুদ্ধিকে জাগ্রত করছেন। তিনি তো আত্মাদের মাতা-পিতা, যাঁর মিলনে এত আনন্দ অনুভব হয়, তাই তিনি ঘোর অন্ধকার থাকতেই এসে আমাদের জাগিয়ে তোলেন। আর তোমরা হলে সেই মাতা-পিতারই সন্তান। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে, আগে কতই না ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই ছিলে! কিন্তু, এখন আবার ধীরে ধীরে সেই অন্ধকার থেকে জেগে উঠছো। একেই বলে ঈশ্বরীয় পরিবার। এমনিতে তো সমগ্র দুনিয়াটাই হল ঈশ্বরীয় পরিবার। জাগতিক দুনিয়ার সকল মানুষেরাই এবং সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই (গড-ফাদার) ঈশ্বরীয় পিতার পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। ওঁনাকেই মাতা-পিতা গড-ফাদার বলা হয়। সেই গড-ফাদার তবে নিজের স্ত্রী ছাড়া কোন সংস্কারের দ্বারা তিনি তাঁর বাচ্চাদের সৃষ্টি করবেন! বিশেষ করে ভারতীয়রাই এমনটাই বলে থাকে যে, তুমিই হলে মাতা-পিতা। আর সে হিসাবে এটাই তো হলো গড-ফ্যামিলি অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পরিবার। জগতের লোকেরা তো শুধুমাত্র ওঁনার গুণ-গান কীর্ত্তণই করে থাকে কেবল। কিন্তু, বাস্তবে তো তোমরাই হলে ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত। তাই গড-ফাদার নিজের পরিবারকেই সজাগ করে তুলছেন। তিনি বলছেন- আমার প্রিয় পুত্র-কন্যারা তোমরা জাগো, রাতের অবসান যে হতে চলেছে, এই এবার দিনের আলো ফুটলো বলে। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা জ্ঞান-সূর্য উদয়ের আহ্বাহনী গান তো গায়, কিন্তু তার অর্থ তারা কিছুই বোঝে না। যদিও তারা বসে বসে কতই না শাস্ত্রাদ্রি পঠন-পাঠন করে, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থটাই আদৌ বোঝে না। আর যারা তা বোঝে তারা খুব ভালোই পুন্যার্জন করে। যারা অবুঝ হয়, তারা দেউলিয়া বা ভিখারী হয়ে যায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন - বাচ্চারা, মায়া তোমাদের এমনই অবুঝ করে রেখেছে। একদিকে ওঁনাকে বলছো, হে গড-ফাদার ঈশ্বরীয় পিতা, আবার অন্যদিকে তোমরাই বলছো পরমাত্মা সর্বব্যাপী। একবার বলছো, আমরা সবাই ভাই-ভাই অর্থাৎ এক বাবার

সন্তান, আবার অপরদিকে সেই তোমরাই বলছো যে দিকেই দেখি না কেন, শুধু তুমি আর তুমি অর্থাৎ 'উই আর অল ফাদারস্'-অর্থ দাঁড়ায় আমরা সবাই এক একজন বাবা। তাই এখন বাবা বলছেন, বাচ্চারা তোমরা তো জানো যে, আমি আসি সেই পরমধাম থেকে। সব ধর্মের মানুষেরাই তাদের নিজেদের ভাষায় আমাকেই ডাকে, ও গড-ফাদার বলে। সেই হিসেবে তো এটাই দাঁড়ায় ফাদার-মাদার (বাবা-মা) -এর ফ্যামিলি বা পরিবার। বাবা আরও বলেন - যাঁকে তুমি সর্বদা স্মরণ করবে তাঁর (অক্যুপেশন) কর্ম-কর্তব্যের কার্যকারীতা সম্বন্ধেও জানবে তো। কারণ, যিনি এই এত বড় সৃষ্টির রচয়িতা। সেই বাবার অর্থাৎ পরমাত্মার মধ্যেই সর্ব বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকায় ওঁনাকে জ্ঞানের-সাগরও বলা হয়। অর্থাৎ উঁনি হলেন জ্ঞানেরও ভাণ্ডার। তাই তো এই বাবাকেই সত্য বলে মানো, যেহেতু তিঁনি সর্বদা কেবল সত্য কথাই বলেন আর *সত্যই হচ্ছে চির-অমর।* সেই অমর কথাই শোনান উঁনি। এখন তোমরা বাচ্চারা জানতে পেরেছো, অমরনাথ শিববাবা আমাদের সেই অমরকথা শুনিয়ে অমরলোকের অধিকারী বানাচ্ছেন। যে সব বাচ্চারা এই অমরকথা পড়ে, তারা তবে কার সন্তান হবে ? নিশ্চয় সেই মাতা-পিতার। আসলে তোমরা সবাই কিন্তু পার্বতী। যেহেতু, শিববাবা স্বয়ং তোমাদের অমর-কথা শোনাচ্ছেন। আজ থেকে ৫-হাজার বছর আগে এই দুনিয়াই প্যারাডাইস্ (স্বর্গ) ছিল। সৃষ্টির এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী প্রতিটি ঘটনাই ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। সত্যযুগের পরে ত্রেতা. . . নতুন ঘর তা পুরনো হওয়া .....। স্বস্তিকা চিহ্নকেও চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখন তোমাদের চড়তী কলা অর্থাৎ জ্ঞান সঞ্চয়ের ফলে উন্নতির সোপানে। কথিত আছে, *'চড়তী কলা তেরে ভানে সর্ব কা ভালা।'* (জ্ঞানের দ্বারা নিজের সাথে সাথে অন্য সব আত্মাদেরও গতি হয় অর্থাৎ মুক্তি পায়।) বর্তমানে সকল মানুষই তো তমোপ্রধান ও দুঃখী। এই জ্ঞান দ্বারাই তার থেকে মুক্ত হয়ে সতোপ্রধানে পরিবর্তিত হয়। ফলে পুরো সৃষ্টি জগৎটাই সতোপ্রধানে পরিনত হবে। শিববাবাকে পরমপিতা পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলে ডাকলে, বাবা শব্দের সেই আক্ষরিক রস পাওয়া যায় না। তাই বাবা বলেন- *আশীর্ব্বাদী-বর্সার সুগন্ধ তখনই অনুভব করবে যখন নিজেকে বাবার প্রকৃত সন্তান হিসাবে মানতে পারবে।* আমরা বি.কে. ভাই-বোনরা হলাম একই শিববাবার সন্তান। যদিও সকল আত্মারাই তাঁর সন্তান, তথাপি এখন বাবা স্বয়ং এসে এই বি.কে.-দের তাঁর সন্তান রূপে রচনা করছেন। জাগতের লোকেরা সীতারামকে পতিত পাবন বলে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণও কিন্তু এমন ভাবে আহ্বান করে না - "হে পতিত পাবন এসো", যেহেতু তাঁরা তো তখন পবিত্র-পাবন আত্মাই। সাধু-সন্তরাও সবাই এ ভাবেই আহ্বান করে থাকে। গান্ধীজীও এই দুনিয়া কে নতুন ভারত তথা রামরাজ্য উপ-স্থাপনের আহ্বান করতেন। গীতার প্রতি উনি অগাধ বিশ্বাস রাখতেন, নিজের কাছেও সর্বদা গীতা রাখতেন। কেন না তিনি জানতেন, গীতাতেই মহাবিনাশ ও নতুন দুনিয়া স্থাপনের সকল কাহিনী নিহিত আছে। তাই গীতাই হলো সর্বসাস্ত্রের শিরোমণি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ট। গীতা হলো আমাদের মাতা স্বরূপা। আচ্ছা এই *গীতা মাতার পতি কে ? - স্বয়ং ভগবান!* এর দ্বারাই পতিতদের পবিত্র-পাবন বানানো যায়। শ্রী ভগবান উবাচ - অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানই (শিববাবা) তা বলছেন - শ্রীকৃষ্ণকে কিন্তু পতিত পাবন বলা যাবে না, কারন তিনি হলেন মনুষ্য আত্মা, কোনো মানুষ তো আর অন্য কোনও পতিত মানুষকে পবিত্র-পাবন বানাতে সক্ষম হবে না। এখন তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জেনেছো যে, আত্মা আর পরমাত্মা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন, যারা একে অপরের থেকে বহুকাল ধরে আলাদা ছিল। আবার এমনও তো বলা হয় - মহান আত্মা, পূণ্য আত্মা, কিন্তু এমন তো কোনও ক্ষেত্রে বলা হয় না যে অমুক মহান পরমাত্মা। তবে কেন নিজেদেরকে শিবোহম্ অর্থাৎ পরমাত্মা ইত্যাদি বলে থাকো। যেখানে নিজেদেরকে পূণ্য আত্মা, পাপ আত্মা বলো, তখন আবার কেন বলো যে, আত্মা তার কর্মফল

বহন করে না ? একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মনেরাই তো ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। আবার অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের এইসব খেলা, তা কেবল ভারত ভূখন্ডেই হয়ে থাকে। যা আমাদের কেবল একমাত্র শিববাবাই বোঝাতে পারেন, ব্রহ্মাবাবাও নয়। ব্রহ্মাকে তো ষাঁড় (নন্দী) অর্থাৎ শিববাবার বাহন হিসাবেই ভাবা হয়। তাই ব্রহ্মার ভ্রুকুটির মাঝখানে শিববাবাকেই দেখানো হয়। শিব ওঁনার বাহনের ভ্রুকুটির মাঝখানেই অবস্থান করেন। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা তো পিন্ড-দান ইত্যাদিও করে ওঁনাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে। তারপর তারা অশরীরী আত্মাদের আহ্বান করে, এবং নিজেরা পাশে বসে। আত্মা হলো এক স্টার বা তারার স্বরূপ। তার বর্ণনা এভাবে করা হয় *আত্মা হলো ভ্রুকুটির মাধ্যিখানে চমকানো এক তারা।* বাচ্চারা, এখন তো তোমরা জানতে পেরেছো এটা বেহদের একটা অনেক বড় খেলা। প্রতিটা সেকেন্ডই যা অতিবাহিত হচ্ছে, তা নিয়ম অনুসারেই। আত্মারা মানুষের রূপ ধারণ করে, এই ড্রামাতে সে ভাবেই অভিনয় করে যাচ্ছে। এই মনুষ্য জন্ম ৮৪-বার কিভাবে হয়- কিন্তু সব মানুষেরই ৮৪-জন্ম হয় না। এখনও কত আত্মা উপর থেকে আসছে। তাই বাবা বলছেন - ওহে সজনীরা তোমরা জাগো। অর্থাৎ নিজেদের বুদ্ধিকে জাগ্রত করো। মেয়েদের বিয়ের সময় তাদের মাথায় মাটির-কলস রেখে, তাতে প্রদীপ জ্বালানো হয়। বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমাদের আত্মারূপ জ্যোতির প্রদীপের ঘী এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি আবার আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের জ্যোতির প্রদীপ রূপী আত্মাতে ঘী ভরতে ভরতে, আবার সেই প্রদীপ জ্বলে উঠবে। আর তখনই তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। এই নিরাকার শিববাবাই হলেন একাধারে সমগ্র দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা। তোমরা স্মরণ তবে কাকে করবে ? তা কি ব্রহ্মাকে ? নাকি বিষ্ণুকে ? অথবা কাউকেই নয় ? দুঃখের সময় তো সবাই গড-ফাদারকেই স্মরণ করে। এই দুনিয়াটাই হলো দুঃখ-সুখ, হার-জিতের খেলা ঘর। মায়ার কাছেই আমরা হেরে যাই, বাবা কিন্তু আমাদের জেতার উপদেশই দেন। তিনি বলেন, সর্বশক্তিমান তো একমাত্র উঁনিই, যিনি আমাদেরই সাথেই আছেন। তবে এমনটা মোটেই হয় না যে, তুমি অসুস্থ হয়েছো আর ওঁনার (ভগবানের) আশীর্বাদে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। উঁনি এসব করতে তো আর এখানে আসেননি। উঁনি এসেছেন, পতিত আত্মাদের পবিত্র-পাবন বানাতে, শ্রীমৎ দিয়ে সঠিক চলার দিশা দেখাতে। শিববাবা হলেন শ্রেষ্ট থেকেও শ্রেষ্টতর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর অন্যান্য সবাই হয় ক্রমিক নম্বরের ভিত্তিতে। জপের মালাতে পুঁতি যে ভাবে থাকে। এখন তো তোমরা বাচ্চারা জেনেছো যে, আমরা সবাই হলাম গড-ফ্যামিলি অর্থাত ঈশ্বরীয় পরিবার। যে রকম শিববাবার মহিমা অপার-অনন্ত-পারাবার,- সমুদ্র তুল্য। সেই রকম সৃষ্টির মহিমাও অপার-অনন্তপার।তেমনি আবার ভারতের মহিমাও অপার-অনন্ত। এক সময় এই ভারতে হীরে-মণিরত্নাদির বহুমূল্য সব মহল ছিলো। গড অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যখন আছেন সেখানে মাদার অর্থাত মায়েরও তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা যখন এখানে এসে বসো, তখন প্রথমেই বাবাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করবে অবশ্যই। তারপর সূক্ষ্ম-বতনের অধিকারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরকেও স্মরণ করবে। যেহেতু এই ব্রহ্মার দ্বারাই নতুন দুনিয়া স্থাপনার কার্য শুরু হয়েছে। এখন তোমরা হচ্ছো, ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত, এরপর তোমরাই হবে দৈবী পরিবার ভুক্ত। আর এসবই হবে এই সঙ্গমযুগেই। সূর্যবংশীদের, চন্দ্রবংশীদের ও বিরাট-রূপের চিত্রেও তো তা দেখানো হয়েছে। শুধু সর্ব্বোচ্চ শিখরে কে তা দেখানো হয়নি। দেবতা তারপরে ক্ষত্রিয় ..... কিন্তু দেবতাদেরও আগে থাকে কে ? তা বোঝাবার কারণেই বেহদের বাবা জানাচ্ছেন - *"মনমনাভব" অর্থাৎ তোমার এই মন আমার প্রতি লাগাও।* আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও আর বেহদের আশীর্ব্বাদী-বর্সা নাও, যা জন্ম-জন্মান্তর ধরেই নিয়ে আসছো। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা ২১-জন্ম অবধি এই বেহদের আশীর্ব্বাদী-বর্সা যা নিয়েছিলে, তার অবশিষ্ট এখন তো

আর কিছুই নেই। তাই আবার তা বাবার থেকে সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা হাসিল করতে হবে। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা তো বলবেই- পরমাত্মা যেখানে নাম-রূপহীন নিরাকার, তা হলে তিনি এখানে আসবেন বা কি ভাবে ? আরে, গীতাতেই তো তা আছে, শ্রীমৎ ভগবত গীতা। তাই যখন বলা হবে শ্রীভগবান উবাচ - সেক্ষেত্রে কিন্তু কৃষ্ণকে ভগবান মানা যায় না। এ সবকিছুই এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে (ড্রামাতে) খোঁদিত আছে। নিরাকার ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার পরেই, তাদেরই গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করা হয়, যারা রাজ্য পরিচালনার কার্য্য করেন, আর তাদের মহিমাও ভিন্ন ভিন্ন। যদিও তারাও হন সর্বগুণ-সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ ..... । বর্তমান সময়ে এই দুনিয়ার জগতের লোকেরা, সবাই তো বিকারী আত্মা। যারা খুবই হিংস্র প্রকৃতির ও কাম-বিকারের বিকারী। লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশ্যে কিন্তু এমন কথা বলা যাবে না। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠাচারী। আর বাবার মহিমা তো সবার থেকেই আলাদা। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজস্ব পার্ট বা অভিনয়ের দক্ষতা আছে যা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেক্ষেত্রে যে যত ছোট আত্মাই (মানুষ) হোক্ না কেন, তার মধ্যেও তার পার্ট সম্পূর্ণই ভরা থাকে। বাবা জানাচ্ছেন, যদিও উঁনিও আত্মা, তথাপি কেবল ওঁনাকেই সুপ্রীম্ (পরম) আত্মা বলা হয়। ভক্তিমার্গে ওঁনার নামে চিহ্ন হিসাবে বড় বড় লিঙ্গ-রূপ বানায়, সেটাও আবার নানা ধরনের। এসব খুবই ভুল করে তারা। সকল আত্মাই একই ধরনের, যা স্টার (তারা)-র মতন। তবে তার মধ্যেও জ্ঞান-সূর্য, জ্ঞান-চন্দ্র, জ্ঞান-তারা, ইত্যাদি- এরকম প্রকার ভেদও আছে। এই ড্রামাতে (অবিনাশী নাটকে) তো কত প্রকারেরই পার্টধারী আছে। প্রত্যেকেই কিন্তু নিজের নিজের পার্টটাই করে থাকে, যা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সত্যি, কি সুন্দর ভাবে রচিত হয়েছে এই ড্রামা। সে হিসাবেই এটাকে বলা যায় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নাট্যশালার নাটক এটা। এমনিতে জাগতিক দুনিয়ার নাটকগুলি তো খুবই সাধারণ। যাতে কেবল ৪ ঘন্টার অভিনয়ই থাকে। আর পরমাত্মার এই অভিনয় তো পুরো ৫-হাজার বছরের। তবুও জগতের লোকেরা বলে যে, কলিযুগের আয়ু হল ৪ লাখ ৩২ হাজার বছর। তারা এমন কতই না গাল-গল্প শোনায়। যেখানে মৃত্যু আমাদের দোরগোড়ায়, তথাপিও তারা এই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্নের মধ্যেই পড়ে থাকবে। তাই বেহদের বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এবার তো তোমরা জাগো, তোমরা তো এতদিন কেবল সেই ভক্তি-মার্গের ভগবানকেই স্মরণ করে এসেছো, আর সেই ভক্তিমার্গের দিনও তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। তাই তো এই সময়েই আমি এসেছি, তোমাদেরকে জ্ঞানের আলোয় জাগিয়ে তুলে সঠিক দিশা দেখাতে। বর্তমান সময়ে এই দুনিয়ার মানুষের আত্মারা কতই না ক্রোধী প্রকৃতির। তাই তারা কেবল লড়াই-ঝগড়া করতেই শেখে। রাবণের রাজ্যভার শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এইসবও শুরু হয়। অপরদিকে সত্যযুগ হলো কেবল শান্তির রামরাজ্য। বাবা জানাচ্ছেন- এই সময়েই আমি তোমাদের অর্থাৎ আমার বাচ্চাদেরকে রাজারও রাজা হবার জ্ঞান দিয়ে থাকি, কিন্তু তার পরেও যখন তোমাদের যদি অধঃপতন হয় বা নিম্নগামীতে চলে যাও, সেক্ষেত্রে পবিত্র-পাবন রাজার পরিবর্তে পতিত হয়েই থাকবে। যদিও বর্তমান দুনিয়ায় পবিত্র-পাবন আত্মা কেউ নেই। বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমরা সর্বদা এটা বিশ্বাসের সাথে মানবে যে, শিববাবা এই ব্রহ্মার মুখ দ্বারাই মূরলীর মাধ্যমে তোমাদের এসবকিছু শুনিয়ে থাকেন। পূর্বেও যা শুনে যে সব আত্মারা মহারাজা-মহারাণী হয়েছিলো, তারাই এখন এমন পতিতে পরিণত হয়েছে। যেহেতু বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হলো আসুরিক-সৃষ্টির দুনিয়া। আর সত্যযুগ হল ঈশ্বর-সৃষ্ট শ্রেষ্ট দুনিয়া। রাম এবং রাবণ দুজনের নামই তো জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু রাবণের প্রকৃত অর্থটাই তো অন্যেরা কেউই বোঝে না। নর অর্থাৎ পুরুষ আর নারী উভয়েরই ৫-টা করে মোট ১০-টা বিকার আছে। তাই রাবণের দশ মাথা দেখানো হয়েছে। এই কারণেই

বর্তমানের এই সময়কে রাবণ-রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়। দীপমালা বা দীপাবলীতে যে পূজার প্রচলন আছে, সেখানে মহালক্ষ্মীর চার হাত দেখানো হয়েছে। যার প্রকৃত অর্থ দুই হাত লক্ষ্মীদেবীর, আর বাকী দুই হাত নারায়ণের। যার যুগ্ম চিত্র বিষ্ণু। এছাড়া বিষ্ণু কিন্তু আলাদা কেউ নয়। এখন তোমরা রাজারও রাজা অর্থাৎ দ্বিমুকুটধারী হতে চলেছো। এই সময়েই তোমরা স্বদর্শন-চক্রধারী হও। আর তোমরাই জানতে পারো যে, কেবল তোমরা ব্রাহ্মণেরাই ৮৪-জন্ম নিয়ে থাকো। বেহদের এই বাবার থেকে বেহদের সুখ, আর লৌকিক বাবার থেকে লৌকিক সুখ পাও। সত্যযুগ অর্থাই ব্রহ্মার দিন আর কলিযুগ হলো ব্রহ্মার রাত। অবশ্য প্রজাপিতা ব্রহ্মারও উপস্থিতি আছে এখানে। এক হিসাবে যদিও সবাই শিববাবারই সন্তান, তথাপিও এই ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী রচিত হয়। তা না হলে কি করে বাবা এত বাচ্চাদেরকে এডপ্ট (দত্তক) নেয়। শিববাবাই ব্রহ্মার দ্বারা এই সন্তানদের এডপ্ট (দত্তক) করিয়ে থাকেন। তাই তো বাবা বলেন- আমার যা কিছু, তা তোমরাই তো আমার সব। এখন তোমাদের এক নতুন ভাবে জন্মলাভ হচ্ছে। ড্যাডি অর্থাত বাবার যা সম্পত্তি তা তো তোমরাই পাবে। সমগ্র বিশ্বের সেই রাজ্য-সুখ তা তো ব্রহ্মার মাধ্যমেই পাও। এই ব্রহ্মা হলেন সূক্ষ্ম-বতন বাসী। সেখানে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। বাবার এই জ্ঞান-মূরলী প্রচারের জন্য তো কোনও শরীর রূপী রথেরও প্রয়োজন। গীতাই হলো ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। গীতার তুলনায় অন্য সব শাস্ত্র একেবারেই শিশু। সর্বপ্রথম আসে দেবতাদের রাজত্বকাল, তারপর ক্ষত্রিয়দের ....., ধর্মগুলি সেভাবে স্থাপিত হয়- তার প্রথমে আসে সতোগুণী সম্পন্ন, ক্রমে ক্রমে আসে, রজোঃ ও তমোঃ-তে। ক্রাইস্ট (যীশু) যখন এসেছিলেন, শুরুতে তিনি তখন প্রথমে পবিএই ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত্য কেউ কোনো বিকর্ম না করে, ততক্ষণ সে কোনও শাস্তিও পাবে না। সত্যযুগে কেবলমাত্র পবিএ আত্মারাই আসবে। সত্যযুগে মায়ার অবস্থান না থাকায় কোনো আত্মাই কখনই দুঃখী হয় না। আমাদের বিকর্ম তখন থেকেই শুরু হয়, যখন আমরা বাম-মার্গে প্রবেশ করি। এটা খুবই ভাল রীতিতে বোঝার বিষয়। যেমন বিকর্মাজীৎ সংবৎ (পঞ্জিকা) আছে, তেমনি বিকর্মী সংবৎ-ও (পঞ্জিকাও) আছে। এমন কাহিনী তো অনেকই আছে। যেমন- মোহজীৎ রাজার কাহিনী, মোহ জীত অর্থাৎ মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণও। প্রকৃত অর্থে সেটাই ছিল রামরাজ্য। আর বর্তমানের এই সময়টা হলো রাবণরাজ্য। তাই তো রাবণকেই জ্বালানো হয়। কল্প শুরুর প্রথম অর্ধকল্প হলো রামরাজ্য, তার পরের অর্ধকল্পে আবার আসে রাবণরাজ্য। এই স্বদর্শন চক্র সম্বন্ধে কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো। যেহেতু তোমরা সবাই হলে ঈশ্বরীয় পরিবারের সন্তান। শিববাবা স্বয়ং ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের এডপ্ট (দত্তক) করেছেন, তাই তো বাবা এত স্নেহের সাথে তোমাদেরকে হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তাঁর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১)আত্মারূপী প্রদীপকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে তার মধ্যে সর্বদাই স্মরণ রূপ ঘৃত ঢালতেই থাকতে হবে। স্মরণের মাধ্যমেই আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে।

২)সর্বদাই জ্ঞানের আলোয় থাকতে হবে। বেহদের এই নাটক (ড্রামা) কে বুদ্ধিতে ধারণ করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

বরদান :- বাবার শ্রেষ্ঠ মতে চলে প্রত্যেকটি কর্মই কর্ম-যোগীর মতো করতে পারা, কর্ম বন্ধনমুক্ত ভব!

যে সব বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ মতে চলে প্রতিটি কার্য্য করার সাথে সাথে বেহদের ঈশ্বরীয় নেশায় মত্ত থাকে, তারা সকল কর্ম করেও কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়না, নির্লিপ্ত ভাবে থেকে সবার প্রিয় হয়। কর্মযোগী হয়ে কর্ম করলে, তাদের কাছে দুঃখের ঢেউ আসতেই পারে না, যেহেতু তারা সর্বদা নির্লিপ্ত আর সবার প্রিয় হয়ে থাকে। কোনো কর্ম বন্ধনই তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে না। সর্বদা মালিকের (ঈশ্বরের) হয়ে কর্ম করালে, কর্ম বন্ধনমুক্ত স্থিতির অনুভব হয়। এইরকম আত্মারা যেমন নিজেরা সবসময়ই খুশীতে থাকে, তেমনি অন্যদেরও খুশী দিতে পারে।

স্লোগান :- অনুভবের অথরিটি (অধিকারী) হলে কখনো প্রবঞ্চিত হবে না।